সংবাদ

প্রকাশ 12 APR 2013
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

ভিশন মিশন ও বিদ্যালয়ের মানোন্নয়ন

মো. আবুল বাশার

ভেবে দেখুন, কয়েকজন শিক্ষক একটি বিরল সুযোগ পেলেন অর্থাৎ এমন একটি সাপ্তাহিক ছুটি পেলেন যেদিন কোন উত্তরপত্র মূল্যায়ন বা পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে না, এমনকি অন্য কোন বকেয়া কাজও নেই। এই অপ্রত্যাশিত মুক্ত সময়ের সুযোগ গ্রহণ করে ছয়জন শিক্ষক বন্ধু একটি মাছ ধরার ট্যুর করার সিদ্ধান্ত নিলেন। ধরে নিন কিশোরগঞ্জের হাওর এলাকার কোন একটি স্থানের কথা। ই-মেইল বার্তা, টেলিফোনের কথোপকথন ও নিজেদের মধ্যে সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে পরিবহন, খাবারের ব্যবস্থা, প্রস্থান ও অন্য সব বিষয়ের বিবরণ তুলে ধরল। নির্ধারিত দিনে ট্যুরে গেল। এটি অনুমান করা যুক্তিযুক্ত হবে না যে দলের সবাই একই আকাঙ্ক্ষা নিয়ে হাওর এলাকায় গিয়েছে। যাই হোক পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস এক হলেও ছুটির দিনের ভিশন ভিন্ন হতে পারে। যদি একজনের কল্পনা হয় হাওরে পাখি শিকার, অন্যজনের হাওরে সম্পত্তি খোঁজা আবার তৃতীয় কল্পনা হতে পারে ভিন্ন কোন উৎপাদন পরিকল্পনা ইত্যাদি। যার ফলে আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী ট্যুরটি সফল হলো না। যদি পরিকল্পনা পর্যায়ে স্পষ্টভাবে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হতো তাহলে ট্যুর এর অর্জন আশানুরূপ হতো। যেমন- ট্যুর এর প্রকৃত উদ্দেশ্য কী? অংশগ্রহণকারীদের লক্ষ্য কী? সাপ্তাহিক ছুটির দিনের জন্য সবার কল্পনা কী? এই বিষয়গুলো একে অপরের সঙ্গে শেয়ার করেছে কিনা? উল্লিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তরের মাধ্যমে দলটি তাদের ট্যুরটি আশানুরূপ সফল করতে পারত। যে কোন সংগঠন বা বিদ্যালয় যেভাবে অগ্রসর হতে চায় লেখাপড়ায় সেরূপ উন্নয়ন প্রয়োজন। অর্থাৎ শক্তিশালী ভিশন ও মিশন বিবৃতি উন্নয়নের মাধ্যমে যে কোন বিদ্যালয় সাধারণ লেখাপড়ায় পৌঁছানোর মাধ্যমে সব অংশগ্রহণকারীদের সহায়তা করতে পারে। বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ভিশন হচ্ছে একটি বিদ্যালয়ের কল্পনা যেখানে আপনি ভবিষ্যতের বিদ্যালয়কে দেখতে পাবেন। আবার মিশন এই ভবিষ্যৎ অর্জনের পরিকল্পনায় পদক্ষেপের একটি সারসংক্ষেপ প্রদান করে। ভিশন সংক্ষিপ্ত এবং মনে রাখা সহজ অন্যদিকে মিশন বাস্তবিকভাবেই ব্যাখ্যামূলক ও আরও দীর্ঘ। কার্যকর শিক্ষামূলক নেতারা তাদের বিদ্যালয়ের উন্নয়নে সহায়তা করতে ভিশন প্রণয়ন করে যা ভালো শিখন-শেখানো চিন্তাকে মূর্ত করে। নেতারা উচ্চাভিলাষী লক্ষ্যে পৌঁছাতে অন্যদের উৎসাহিত করে। একটি বিদ্যালয়ে অবশ্যই একটি ভিশন থাকবে যাতে সব কর্মীরা একটি সাধারণ দিকনির্দেশনার ব্যাপারে একমত হবেন যা তাদের ভালোভাবে অনুপ্রাণিত করবে। ভিশন ছাড়া বিদ্যালয়ের দিকনির্দেশনার অভাব দেখা দেয়। যদি সাধারণ স্বীকৃত একটি গন্তব্য না থাকে তবে প্রত্যেকেই তার নিজের মতো করে একটি গন্তব্য কল্পনা করে। গন্তব্য বা দিকনির্দেশনার ব্যাপারে একটি সাধারণ বোঝাপড়া সব অংশগ্রহণকারীদের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় একত্রিত করতে পারে। শিক্ষার্থী ও শিখন-শেখানো সম্পর্কিত যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভিশন সহায়তা করে। স্কুল ও সমাজের মধ্যে মুক্ত যোগাযোগ ও শিক্ষার্থীদের শিখনের জন্য সমাজের উচ্চ প্রত্যাশা বজায় রাখতে ভিশন সহায়তা করে। একজন স্কুল লিডারের প্রারম্ভিক পদক্ষেপ হচ্ছে স্কুলের জন্য একটি ভিশন উন্নয়ন করা। ভিশন বিকাশের একটি প্রক্রিয়া হচ্ছে অভ্যন্তরীণ ও বহিস্থ অংশগ্রহণকারীদের জড়িত করা। একটি ভিশন অনেকগুলো বিবৃতি ও বিশ্বাসের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই নেতার জন্য এটি অত্যাবশ্যক। ভিশন বিদ্যালয়ের জন্য বেশি প্রয়োজন কারণ, এতে বিদ্যালয় উন্নয়নের জন্য আকাঙ্ক্ষিত মাত্রা অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে একটি বিদ্যালয়ের মিশন হচ্ছে বিদ্যালয়ের প্ল্যাটফরম যা বিদ্যালয়ের বিশ্বাস প্রকাশ করে। এটি বিদ্যালয়ের একটি ছবি তৈরি করে এবং শিক্ষক ও বিদ্যালয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করে। নেতৃত্বের ধারণায় পরিবর্তন এসেছে। শিক্ষামূলক নেতৃত্ব দেয়ার জন্য এখন কতকগুলো বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন হয়। বিদ্যালয় প্রধানকে অধিক জানা ও অধিক করার মাধ্যমে পরিবর্তিত সময়ের সঙ্গে বিদ্যালয়কে খাপ খাওয়াতে হয়। কাজেই শিক্ষামূলক নেতার অবশ্যই সহযোগিতা দরকার। এজন্যই বিদ্যালয় ভিশন ও মিশন বিবৃতি প্রণয়ন করে তা কার্যকরভাবে প্রকাশ করতে হবে। বিদ্যালয় প্রধানকে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য ইতিবাচক শিখন পরিবেশ এবং উচ্চ প্রত্যাশা নিশ্চিত করতে হবে। মিশন বিবৃতি একটি বায়ুপ্রবাহ যা পছন্দসই আশ্রয় প্রদান করে। মিশন বিবৃতি বিদ্যালয়ের মূল্যবোধগুলো সম্পর্কে শিক্ষককে শক্তিশালী প্রেরণা এবং অভিভাবককে একটি পরিষ্কার ছবি প্রদান করে। আসলে কী ঘটছে বা কী ঘটা উচিত মিশন তা নির্ধারণ করে অর্থাৎ পেশাগত রায় প্রদান করে। একটি সুস্পষ্ট ভিশন এবং একটি সাধারণ মিশন চিহ্নিত করে অর্জন করতে পারলে বিদ্যালয় তার লক্ষ্য স্থির করতে পারে এবং বিদ্যালয়ের মানোন্নয়নের জন্য কার্যকর পরিকল্পনা প্রণয়ন সহজ হয়। একটি বিদ্যালয়ের ভিশন এর উদাহরণ হচ্ছে- বিদ্যালয়ের প্রতিটি শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত সাফল্য অর্জন করা এবং দায়িত্বশীল ও উৎপাদনক্ষম নাগরিক হিসেবে তৈরি করা। আবার মিশন এর উদাহরণ দেয়া যায় এভাবে- আমরা বিশ্বাস করি যে, বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর শিখন হলো প্রধান অগ্রাধিকার এবং সব শিক্ষার্থী তাদের পূর্ণ সম্ভাবনায় শিখতে পারে। শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে শিখন প্রক্রিয়ায় জড়িত থেকে তাদের নিজস্ব প্রতিভা, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণমূলক চিন্তন দক্ষতা এবং প্রযুক্তিগত দক্ষতার উন্নয়ন ঘটাতে পারে। উন্নয়নের ক্রমাগত প্রতিশ্রুতি নিশ্চিত করে যে, শিক্ষার্থীরা খুবই সুগঠিত, স্বপরিচালিত এবং জীবনব্যাপী শিক্ষার্থী। শিখনের একটি নিরাপদ ও অনুকূল পরিবেশ বজায় রাখার মাধ্যমে আমরা শিক্ষার্থীদের সফল হওয়ার সুযোগ প্রদান করতে পারি। এ রকম প্রতিটি বিদ্যালয়ের জন্য আলাদা ভিশন ও মিশন প্রণয়ন করা যেতে পারে। আবার কয়েকটি বিদ্যালয়ের জন্য একই রকম ভিশন ও মিশন থাকতে পারে। শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষা প্রশাসক, সমাজ ও রাষ্ট্রের চাহিদা বিবেচনা করে ভিশন ও মিশন প্রণয়ন করা যেতে পারে। উন্নত দেশের প্রতিটি বিদ্যালয়ের জন্য ভিশন ও মিশন বিবৃতি থাকলেও আমাদের দেশের অধিকাংশ বিদ্যালয়েরই ভিশন ও মিশন বিবৃতি নেই। কোন কোন বিদ্যালয়ে থাকলেও তা যথাযথ প্রক্রিয়া অনুযায়ী প্রণয়ন করা হয়নি। আসলে এগিয়ে যাওয়ার জন্য স্বপ্ন থাকা উচিত। কেননা, মানুষ তার স্বপ্নের সমান এগিয়ে যায়। কখনো কখনো স্বপ্নের চেয়ে বেশিও এগিয়ে যেতে পারে। স্বপ্নই যদি না থাকে তবে উন্নয়ন হবে কেমন করে? আবার একেক জনের কল্পনার পরিধিও ভিন্ন ভিন্ন। তাই অংশগ্রহণকারীদের সবার কল্পনাকে এক সারিতে আবদ্ধ করতে পারলে বিদ্যালয়গুলো এগিয়ে যাওয়ার পথ পাবে। এ প্রসঙ্গে একটি বাস্তব অভিজ্ঞতা তুলে ধরতে চাই। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামে একটি সেশনে প্রশিক্ষণার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করে তাদের স্বপ্নের বিদ্যালয়ের চিত্র অঙ্কন করতে দিয়েছিলাম। তাদের কল্পনার বিদ্যালয়ের বর্ণনা ও চিত্রগুলোতে তাদের স্বপ্নের পরিধি ছিল খুবই সীমিত, তাদের দেখা বিদ্যালয়েরই একটু উন্নত চিত্র তারা এঁকেছিলেন। যার অন্তর্ভুক্ত ছিল কেবল অবকাঠামোগত কিছু দিক। তাও আবার বাংলাদেশের সাধারণ বিদ্যালয়েরই চিত্র। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য প্রয়োজন অংশগ্রহণকারীদের ভিশন ও মিশন বিবৃতি প্রণয়ন করতে শেখানো। যাতে কেবল অবকাঠামো নয় অন্য সব দিকের পথ নির্দেশ থাকবে। এজন্য প্রয়োজন প্রতিটি বিদ্যালয়ের একটি টিমকে প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রশিক্ষণ প্রদান করা। প্রশিক্ষিত টিম, সংশ্লিষ্ট সবাইকে সঙ্গে নিয়ে ভিশন ও মিশন বিবৃতি প্রণয়ন, বিদ্যালয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ এবং বিদ্যালয়ের সবল ও দুর্বল দিক বিশ্লেষণ করে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারলে বিদ্যালয়ের সত্যিকারের উন্নয়ন সম্ভব হবে। বাইরে থেকে চাপিয়ে দেয়া পরিকল্পনার মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই বিদ্যালয়ভিত্তিক গুণগত ও পরিমাণগত মানোন্নয়নের ভিশন ও মিশন বিবৃতি প্রণয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এখন থেকেই।

[লেখক : সহকারী অধ্যাপক, সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ]
basharnsl@hotmail.com